



139434 - মসজিদে ওয়াক্ফ সম্পত্তি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহার করা নাজায়যে

প্রশ্ন

কোন মুসলিম কি মসজিদে মালিকানাধীন জমির উপর একটি মার্কেটে নির্মাণ করে সেটি পরিচালনা করতে পারে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

যে জমিটির উপর তিনি ব্যক্তি মালিকানাধীন মার্কেটে নির্মাণ করতে চাচ্ছেন সেটি যদি মসজিদ বানানোর জন্য ওয়াক্ফকৃত জমি হয়; অর্থাৎ সেটি নামাযের জন্য প্রস্তুতকৃত মসজিদে অংশ বিশেষে হয় কিংবা মসজিদে অনুবর্তী হয়: তাহলে এই জমিকে কোন অবস্থাতে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে বা ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা জায়যে হবে না। বরং এটি হবে আল্লাহর অধিকারের উপর ও মুসলমানদের অধিকারের উপর সীমালঙ্ঘন।

আর যদি সেটি মসজিদে ব্যবহারের জন্য ও মসজিদে খরচ পরিচালনার জন্য ওয়াক্ফকৃত হয় তাহলে সেখানে মার্কেটে নির্মাণ করতে কোন বাধা নেই। তবে সেটিকে ব্যক্তি মালিকানায় নেয়া যাবে না। বরং সেটি মসজিদে ওয়াক্ফ সম্পদ হিসেবেই থাকবে। এই সম্পত্তি থেকে যা উপার্জন হবে সেটিকে মসজিদে জন্য ব্যয় করা হবে কিংবা ওয়াক্ফকারীর শর্ত মতোভাবে অন্য কোন কল্যাণজনক খাতে ব্যয় করা হবে।

শাইখ বনি বায়কে জিজ্ঞাসে করা হয়েছিল:

মসজিদে আঙুগনিত থাকার জন্য বাসা বানানোর হুকুম কী। উল্লেখ্য, এই আঙুগনিটি মসজিদে একটি হিলরুমের অংশ বিশেষে, যখন নামাযের জামাত হয়। যদি সেখানে বাসার্ট বানানো হয় সেক্ষেত্রে মসজিদ কর্তৃপক্ষের উপর কী করা আবশ্যকীয়?

জবাবে তিনি বলেন:

মসজিদে জায়গার উপর কোন কিছু বানানো যাবে না। যদি জায়গাটি মসজিদে অনুবর্তী হয়; তাহলে এতে কোন কিছু নির্মাণ করা যাবে না। বরং মসজিদে সম্প্রসারণ হিসেবে এটি থেকে যাবে এবং মুসল্লি বাড়লে সেখানে নামায পড়া হবে। এর মধ্যে কোন কিছু বানানো যাবে না। বরং এটি মসজিদে সম্প্রসারণ হিসেবে থাকবে। যদি কোন কিছু থাকে এবং ইমাম, মুয়াজ্জনি, লাইব্রেরী বা মসজিদে প্রয়োজনে কোন কিছু করতে হয় তাহলে মসজিদে বাহিরে নির্মাণ করতে হবে। কিংবা দানকারীদের দান দিয়ে কোন একটা জমা ক্রয় করে সেটা দিয়ে করতে হবে। মূল কথা হলো মসজিদে আঙুগনি বা প্রাঙুগন মসজিদে



সম্প্রসারণ হিসেবে থেকে যাবে।[মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে বায (৩০/৮৩-৮৪)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।